গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
www.mod.gov.bd

সভার নোটিশ

নম্বর প্রম/বাঃভাঃ(মিজোরাম)/১৩(১১)/১৫১ তারিখ: ১২ শ্রাবণ ১৪২৩/২৭ জুলাই ২০১৬

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশের নির্ভূল সীমানা ও সঠিক আয়তন নির্ণয়ের লক্ষ্যে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামতের বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আগামী ১৪ আগস্ট, ২০১৬ তারিখ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পুনরায় একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হবে (মতামত সম্বলিত কার্যপত্র সংযুক্ত)।

২। উক্ত গুরুত্বপূর্ণ সভায় একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

২৭/৭/২০১৬

(মোঃ আজিজুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোনঃ ৮১২৯২০২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, অপারেশন ও পরিকল্পনা পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস।
৬ বাংলাদেশ নৌবাহিনী, নৌ-সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০।
১২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষনা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
১৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
১৪। বিভাগীয় প্রধান, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
১৫। চেয়ারম্যান, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৬। নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, বাড়ি নম্বর-৪৯৬, রোড-৩২ নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতি/কার্যার্থে):

১। সার্ভেয়ার জেনারেল, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। উপসচিব, শাখা ডি-১১, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। যুগ্মসচিব-৪ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব-৪ মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

বাংলাদেশের নির্ভূল সীমানা ও সঠিক আয়তন নির্ণয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর এর সঙ্গে গত ২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামতের বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য ১৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যপত্র:

ক্রমিক নং	২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার মতামত	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের জবাব	সিদ্ধান্ত
১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত গেজেটে (S.R.O.No.328-Law/2015/ MOFA/UNCLOS/113/2/15)-প্রজ্ঞাপন জারির পূর্ব পর্যন্ত ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত Baseline বলবৎ ছিলো। সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর বাংলাদেশের বিশাল Internal Waters বাংলাদেশের আয়তনে সংযুক্ত করে ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে কিনা? না হয়ে থাকলে কেন করা হয়নি এবং সে Internal Waters এর আয়তন কতটুকু ছিলো তা স্পষ্টভাবে জানা দরকার।	১৯৭৪ সালে গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশিত Baseline যা প্রায় ৪০ বছর যাবৎ বলবৎ ছিল তা সংযুক্ত করে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক কোন মানচিত্র প্রকাশ করা হয়নি।	
২.	নতুন Baseline ঘোষণা করার পর Internal Waters হিসেব করার সময় Straight Baseline এর উপরের দিকের অঞ্চলের নদী/মোহনা কোন সীমানা পর্যন্ত ধরা হয়েছে তা জানা দরকার। এ ব্যাপারে একটি ম্যাপ সংযুক্ত করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের নিরূপিত বাংলাদেশের আয়তনের মধ্যে পৃথকভাবে Internal Waters এর হিসাব করা হয়নি বরং মোট আয়তন ও এর অন্তর্ভুক্ত মোট জলভাগের আয়তন নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই Straight Baseline এর উপর দিকের সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়নি।	
৩.	বর্তমান ঘোষিত Internal Waters এর মধ্যে যে সকল দ্বীপ রয়েছে সেগুলোর আয়তন কতটুকু এবং সেগুলোকে Internal Waters এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি'না বা মূল ভূখন্ডের সাথে যোগ করা হয়েছে কি'না তা জানা প্রয়োজন। যদি ভূখন্ডের সাথে তা যোগ করা হয়ে থাকে, তবে এ সকল দ্বীপগুলোর মোট আয়তন কত বর্গ কিঃ মিঃ এবং দ্বীপ ব্যতিত শুধুমাত্র Waters Area কতটুকু তা জানা প্রয়োজন।	দ্বীপসমূহের মধ্যে যেগুলো স্থায়ীভাবে জেগে থাকে সেগুলোকে স্থলভাগের আয়তন ও অন্যগুলো জলভাগের আয়তনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সমস্ত দ্বীপসমূহে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনে জরিপ করে মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে যা বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজের আওতাভুক্ত।	

ক্রমিক নং	২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার মতামত	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের জবাব	সিদ্ধান্ত
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত		
৪.	ছিটমহল ও অপদখলীয় ভূমি যা বাংলাদেশের সাথে সংযোজিত হয়েছে সেগুলোর সামগ্রিক আয়তন কত বঃ কিঃ মিঃ। বাংলাদেশের প্রকাশিত আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বঃ কিঃ মিঃ। তন্মধ্যে উপরোল্লিখিত ছিটমহল ও অপদখলীয় ভূমি ইতঃপূর্বে অন্তর্ভুক্ত ছিল কি'না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।	৩০ জুলাই ২০১৫ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তি No.31.00.0000.036. 49.16.15-283, Dated 30-07-2015 অনুযায়ী ছিটমহল ও অপদখলীয় ভূমির বিনিময়ে বাংলাদেশের Net Gain প্রায় ৩৬.১৮ বর্গ কিঃ মিঃ। ভারতের অভ্যন্তরে ছিটমহল ৫১টি, আয়তন ৭৭১০.২ একর। অপদখলীয় ভূমি ১২টি, আয়তন ২৭৭৭.০৩৮ একর অর্থাৎ মোট ১০৪৮৭.২৪ একর=৪২.৪৪ বর্গ কিঃমিঃ আয়তন যা বাংলাদেশের আয়তন থেকে বাদ দিতে হবে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিটমহল ১১১টি আয়তন ১৭১৬০.৬৩ একর, অপদখলীয় ভূমি ৬টি, আয়তন ২২৬৭.৬৮২ একর, মোট ১৯৪২৮.৩১ একর=৭৮.৬২ বর্গ কিঃমিঃ আয়তন যা বাংলাদেশের আয়তনের সাথে যুক্ত করতে হবে। অতএব Net Gain ৭৮.৬২-৪২.৪৪=৩৬.১৮বর্গ কিঃমিঃ।	
	যদি অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, তবে ছিটমহল ও অপদখলীয় ভূমি ব্যতিত বাংলাদেশের প্রকৃত আয়তন কত ছিল সে বিষয়টিও জানা প্রয়োজন।	পূর্বের প্রকাশিত মোট আয়তনে এ অংশ কিভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল তা জানা যায়নি।	

ক্রমিক নং	২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার মতামত	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের জবাব	সিদ্ধান্ত
	<u>পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত</u>		
৫.	১৯৬৬ সালে ১লা মে Radcliffe এর ম্যাপ এ লাল দাগ অনুসরণ করে নাফ নদীতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত Coordinates এর মাধ্যমে Demarcated হয়েছিল। কিন্তু সে পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে ইছামতি, কালিন্দি, রায়মঙ্গল এবং হাড়িয়াভাঙ্গা-এ চারটি নদীর প্রকৃত সীমানা অদ্যাবধি Demarcate করা হয়নি মর্মে ভূমি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। রেকর্ড মতে, ১৯৫১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান কর্তৃক এই চারটি নদীতে Fluctuating Boundary প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং সে অনুযায়ী ভারত এই চারটি নদীতে Fluid Boundary রাখার পক্ষে মতামত প্রদান করে। Department of Land Records and Survey এর কাছে এই চারটি নদীর Fluctuating Boundary এর ম্যাপ এখনও রয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে এ ব্যাপারে দু'দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে। ২০১৪ সালে Arbitral Tribunal এর রায়ে এই চারটি নদীতে Radcliffe এর লাল লাইন অনুসারে আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। Survey of Bangladesh (SOB) এর কাছে রক্ষিত একমাত্র Radcliffe এর ম্যাপ পর্যবেক্ষনে দেখা যাবে যে, Radcliffe ম্যাপ এ Scale 1 Inch-8 miles এবং সে অনুযায়ী Width of the Radcliffe Red line প্রায় 0.6 mile। এ ক্ষেত্রে নাফ নদীর মত Coordinates না পাওয়ায় বাংলাদেশের প্রকৃত আয়তন Calculation-এ অসম্পূর্ণতা রয়ে যাবে।	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর এ অংশের সীমানা নির্ধারণের জন্য Strip Map ও Radcliffe ম্যাপকে অনুসরণ করেছে।	
৬.	বাংলাদেশের আয়তন ১,৫৮,০১০ বর্গ কিঃ মিঃ। যার মধ্যে জলভাগ ২২,১০০ বর্গ কিঃ মিঃ যা মোট আয়তনের ১৪%। এখানে জলভাগ কথাটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কেননা, নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর এর আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ যা অভ্যন্তরীণ জলসীমা হিসেবে পরিচিত। উল্লিখিত জলভাগের মধ্যে এই ১০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা যদি না হয়ে থাকে, তবে এ জলভাগ বলতে Internal Waters বুঝায় কি'না। যদি এই জলভাগ বলতে শুধুমাত্র Internal Waters (২২,১০০ বর্গ কিঃ মিঃ) বুঝানো হয়ে থাকে, তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে এই Calculation-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিঃ মিঃ সমুদ্র এলাকার মধ্যে Internal Waters এর মোট আয়তন প্রায় ১৮,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ।	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশের আয়তনের মধ্যে যে জলভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা নির্ণয়ের জন্য স্থির জলাধার হিসেবে মূলত: নদ-নদী, বড় লেক ও হাওয়ের যে অংশ শুকনো মৌসুমে বিদ্যমান থাকে সে অংশ ও সমুদ্রের Internal Water অংশ (১০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত গেজেট (S.R.O.No.328-Law/2015/ MOFA/UNCLOS/113/2/15) হিসাবের মধ্যে নেওয়া হয়েছে।	

ক্রমিক নং	২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার মতামত	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের জবাব	সিদ্ধান্ত
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মতামত		
৭.	বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের কাজ ০৬-১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৮ তারিখে ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্ত:ডোমিনিয়ন চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় Rules of Business অনুযায়ী বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান ৫টি সেক্টরের মধ্যে ৪টি সেক্টর যথা-পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ও ত্রিপুযরার সাথে সংশ্লিষ্ট সীমানা নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সম্পাদন করেছে। ভারতের মিজোরাম সেক্টর ও মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাটি দুর্গম হওয়ায় এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে **ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে** সীমানা নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সার্ভে অব বাংলাদেশকে প্রদান করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর অন্যান্য ৪টি সেক্টরে সীমানা নির্ধারণের কাজটি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পাদন করেছে। Land Boundary Agreement ১৯৭৪ এবং ২০১১ সালে স্বাক্ষরিত Protocol অনুযায়ী ৪টি সেক্টরের সীমানা নির্ধারণসহ উক্ত এলাকার সীমানা পিলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সীমানা নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কোন্ প্রতিষ্ঠান করবে তা দু'দেশ যৌথভাবে নির্ধারণ করে থাকে। কোন দেশ একতরফাভাবে এটি নির্ধারণ করার কোন নজির নেই। **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের সভার কার্যবিবরণীর ৫(ক) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ এর দায়িত্ব সার্ভে অব বাংলাদেশ এর উপর অর্পণ সংক্রান্ত সুপারিশটি বিধিসম্মত না হওয়ায় তা বাতিল করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুরোধ করা হয়েছে।**		

ক্রমিক নং	২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার মতামত	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের জবাব	সিদ্ধান্ত
৮.	**বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) মতামত** :(ক) দেশের জলভাগের এলাকার আয়তন হিসেব করার জন্য বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক শুকনো মৌসুমের জলাধারসমূহের ব্যাপ্তীকে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে শুকনো এবং আদ্র মৌসুমে জলাধারসমূহের পানির এলাকা অনেক কম-বেশি হয়। এই কারণে জাতীয় পর্যায়ের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানগত তথ্যের জন্য শুকনো ও আদ্র উভয় মৌসুমের পানির এলাকার আয়তন অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। (খ) জলাধারসমূহের পানির এলাকার আয়তন বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন বছরে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের কারণে জলাধারসমূহের পানির আয়তন কম-বেশি হয়। এ কারণে কোন এক বছরে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে দেশের জলভাগের এলকার আয়তন হিসেব করা যুক্তিসংগত নয়। এই ক্ষেত্রে ৩/৫ বছরে প্রাপ্ত পানির এলাকায় গড় হিসেব করে পরিসংখ্যানগত তথ্য প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হবে।		

২৭/০৭/২০১৬